দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ১ ...

মুনতাসীর মামুন

(গতকালের পর)

পুলিশদের ক্ষমতার অপব্যবহারেও বলার কিছু নেই। আলাপচারিতায় কয়েকজন সেনা অফিসারই বলছিলেন, পুলিশই এখন রাজা। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত, মন্ত্রীরা সংকুচিত। রাষ্ট্রের মর্যাদা নিরূপিত হয় আমলাতন্ত্রের মাপকাঠিতে। ঋণখেলাপীদের বা যারা ব্যাংকের সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে তাদের স্বার্থও অটুট। জামায়াতে ইসলামীর কোণঠাসা অবস্থা হলেও তারা নিষিদ্ধ হয় না। মাদ্রাসার স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। হেফাজতি বা হেজাবীর স্বার্থ রক্ষায় সব দাবি মানা হয়। ধর্ম ব্যবসায়ীদের কেউ হুংকার দিলেই সরকার পিছু হটে। আওয়ামী লীগ তো সব সেক্টরের স্বার্থই দেখছে। শুধু উপেক্ষা করছে অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যারা আছে তাদের। কারণ, তাদের ধারণা, এরা শেখ হাসিনার ল্যাওট বিশেষ, টাকা কড়ি বা মস্তান এদের নেই। এসব ফালতুদের চিৎকার না শুনলেই বা কী কিন্তু শফিদের বাতচিত শুনতে হয়। ১৯৭১ সালে তারা মুজাহিদ ছিল। যা তা ব্যাপার! বাঙালিদের ব্যাপারটা এমন, যখন বিজাতীয় ভাষায় বলা হয়, 'শুয়োরকা বাচ্চা' তারপর দু'একটা লাথি, তখন বলে, 'না' স্যারের পার্সোনালিটি আছে।' ভদ্র বা বিনয়ী হন, বলবে, 'শালার কোন মুরোদ নেই।' মুক্তমনা, অসাম্প্রদায়িকতা বা প্রগতির পক্ষে আছে তারা কথা বললেই তা ইসলামবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পক্ষে। সরকারের মিত্র এরশাদও তাদের পানি খাইয়েছেন। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ যখন এদের রাজাকারের বাচ্চা বলে সম্বোধন করেছিলেন তখন ঢাকা শহর জেগে উঠেছিল। শেখ হাসিনা রুখে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হেজাবিরা সেই যে ঢাকা ত্যাগ করেছিল আর ফেরেনি, তারপরও হেজাবিদের এত তেল দেয়ার সেইসব মন্ত্রণাদাতা কারা? শোনা গেছে তারা বলেছিলেন, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ইসলামী ভোট' নষ্ট করেছেন, অতএব বিদায়। এরাতো হেজাবিদের হয়ে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করেছে। আজ শেখ হাসিনার দলে কি এমন লোকদের অভাব যে সৈয়দ আশরাফের ভাষায়, 'রাজাকারের বাচ্চারা' যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। আজ হেজাবিদের নির্দেশে যখন পাঠ্যবই বদল হয় তখন হেফাজতি, চরমোনাইর পীর বা ধর্মব্যবসায়ীরা সাধুবাদ জানান। সরকার হয়ত ভাবেন, আহা বেশ বেশ, সবাই দলে এলো। এটাও তারা বোঝেন না, এটি এক ধরনের পরাজয়, আদর্শের পরাজয় যে আদর্শ আওয়ামী লীগ ধারণ করছে ৭০ বছর ধরে।

॥ পাঁচ ॥

আজ এ লেখা লিখছি প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানোর চেয়ে দুঃখ বোধ থেকে। শেখ হাসিনা পরম শক্তিশালী বিশ্বব্যাংক ও হিলারি ক্লিনটনকে উপেক্ষা করে পদ্মা সেতু বানালেন, আমেরিকা, পাকিস্তান ও ইসলামী দেশসমূহের চাপ উপেক্ষা করে মানবতাবিরোধী অপরাধের শুধু বিচার নয় দন্ডও কার্যকর করলেন, বিএনপি-জামায়াতের আগুন লাগানো ও বোমা মারার রাজনীতির বিরুদ্ধে অটল রইলেন, ২৩ বার হত্যার হামলা থেকে বেঁচেও নিজ লক্ষ্যে অটল রইলেন, বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে এলেন, সেই শেখ হাসিনা কেন হেজাবিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন? কয়েকটি ভোটের আশায়? তারা কি ভোটের বাক্স ভরে দেবে বলেছে? তাহলে প্রগতিশীল বা যারা অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে তাদের ভোটের দরকার নেই?

বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে মুক্তমনা মানুষের সহযাত্রা অনেক দিনের। এ পরিবারের জন্য প্রগতিবাদী ও

আজ এ লেখা লিখছি প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানোর চেয়ে দুঃখ বোধ থেকে। শেখ হাসিনা পরম শক্তিশালী বিশ্বব্যাংক ও হিলারি ক্লিনটনকে উপেক্ষা করে পদ্মা সেতু বানালেন, আমেরিকা, পাকিস্তান ও ইসলামী দেশসমূহের চাপ উপেক্ষা করে মানবতাবিরোধী অপরাধের শুধু বিচার নয় দন্ডও কার্যকর করলেন, বিএনপি-জামায়াতের আগুন লাগানো ও বোমা মারার রাজনীতির বিরুদ্ধে অটল রইলেন, ২৩ বার হত্যার হামলা থেকে বেঁচেও নিজ লক্ষ্যে অটল রইলেন, বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে এলেন, সেই শেখ হাসিনা কেন হেজাবিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন?

সরকারও তখন ছবক দিতে কসুর করে না। আমরা বলতাম, শেখ হাসিনা বিপাকিস্তানীকরণ করছেন। এখন পাঠ্য বইয়ের হেজাবিকরণ দেখে প্রশ্ন জাগে, আমরা যা বলেছি তা কি মায়া না বিভ্রম? অথচ, এরা কখনও আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল না। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রও ছিল না। হয়ত বলবেন, তারা এখন পক্ষে। ঠিক আছে, সচিবালয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে যান তাহলে বুঝবেন কত ধানে কত অন্ন।

হেজাবিরা যখন ঢাকা দখল করতে এলো কে ছিল না একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অতুলনীয়। এ পরিবারও ত্যাগ স্বীকার করেছেন যথেষ্ট এবং এ কারণে দু'পক্ষের মধ্যে এক বন্ধন তৈরি হয়েছে। এ বন্ধনের ভিত্তি বিশ্বাস, কিছু আদর্শের প্রতি ভালবাসা।

শেখ হাসিনার জন্য কত মানুষ মারা গেছেন, আহত হয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন, জেল খেটেছেন। তারা কেউ কখনও নিজের জন্য কিছু চাননি। শুধু চেয়েছেন তিনি যেন ধর্ম নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র, অসাম্প্রদায়িক একটি

P.T.O